গ্যাংস অফ ভরতপুর

চিত্রদীপ চক্রবর্তী

বুক ফার্ম

Gangs of Bharatpur
by
Chitradeep Chakraborty

ISBN : 978-81-941930-7-4

No part of this work can be reproduced in any form
without the written permission of the author and the publisher

এই বইয়ে প্রকাশিত ঘটনা এবং মতামতের পূর্ণ দায়িত্ব লেখকের, কোনো
প্রতিষ্ঠান বা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিকে হেয় করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়।

© চিত্রদীপ চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৪

প্রচ্ছদ : সপ্তদীপ দে সরকার
আলোকচিত্র সৌজন্য : লেখক

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ : ৯৮৩১০৫৮০৪০/৯০৫১০১১৬৪৩
মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথমদিন পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল ওই মাস্টার সাব, অর্থাৎ বব্বনের সঙ্গে। সে শুরুতেই বলল, 'দোস্ত, আমরা সকলেই ভাবি অচেনা লোকদের সঙ্গে ফোনে কথা বলা খুব সহজ কাজ। আসলে তা একেবারেই নয়। বিশেষ করে গ্রামের লোকেরা। তাঁদের হাতে প্রচুর সময় থাকে। তাই সাধারণভাবে এঁদের বোকা বলে মনে হলেও ঘটনা তা নয়। একটা কথা বললে হাজারটা প্রশ্ন করেন ওঁরা। শুধু হাজার নয়, হাজার হাজার। শহরের লোকেদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা কম। তাঁরা নিজেদের সেয়ানা ভাবেন। তা ছাড়া, ব্যস্ততার কারণে কথাও বলেন কম, প্রশ্ন করেন আরও কম। এঁদের ফাঁসানো অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই দিনে ব্যস্ততার সময়ে তাঁদের কল করতে হবে।' বব্বনের কথা শুনে দার্শনিক বলে মনে হলেও পেটে বিদ্যা খুব বেশি আছে বলে মনে হল না।

কথায় কথায় সে জানতে চায়, 'তোমার কল সেন্টারে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে?'

উত্তর দিই, 'হ্যাঁ, দু-মাস কাজ করেছিলাম। তারপর বন্ধ হয়ে যায়।'

বব্বন ফের বলে উঠল, 'আরও ছ-সাত মাস কাজ করতে হবে। তাহলে সকলের সঙ্গে একরকমভাবে কথা বলা শিখে যাবে। ওপ্রান্তে থাকা লোকদের সঙ্গে কনফিডেন্স নিয়ে কথা বলতে না পারলে তাঁরা চালাকিটা ধরে ফেলবেন চট করে।'

খানিকক্ষণ এই লেকচারের পরে শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় পর্বের ট্রেনিং। এটার পোশাকি নাম, ডেমো ক্লাস। তাঁবু থেকে খানিকটা দূরে একটা ফোন

ধরে ঝুলে পড়েন। কিছুক্ষণ পর সুটকেস দিয়ে কোনোরকমে ভেজিয়ে রাখা দরজা ঠেলে ফেলুদাদের কামরায় ঢুকে পড়েন 'ভবানন্দের চ্যালা'। লালমোহনবাবুর থেকে চুরি করা কুকরি দিয়ে ফেলুদাকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। কিন্তু, শেষপর্যন্ত হেরে কুকরি নিয়ে ফের জানলা ধরে ঝুলতে ঝুলতে পাশের কামরায় পালিয়ে যান মন্দার।

খালি কামরার সিটে বসে মন্দার বোস বলে ওঠেন, 'হুঁ? রাজস্থান মে ডাকু হ্যায় ইয়া নেহি হ্যায়? হুঁ, এখনও রাত ফুরোয়নি শালা। মন্দার বোসকে চেন না।'

সোনার কেল্লা যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের কাছে অতি পরিচিত দৃশ্য। দেখার সময়ে সেই ছোটোবেলাতেই সকলে জেনে গিয়েছিলেন, 'রাজস্থান মে ডাকু হ্যায়।' জামতাড়ার সাইবার প্রতারণা নিয়ে মিথ তৈরি হওয়ার ফাঁকে রাজস্থানের ডাকুরা কবে যে সাইবার মাফিয়া হয়ে গিয়েছিল, তা ওয়েব সিরিজে বুঁদ হয়ে থাকা দেশের মানুষ জেনে উঠতে পারেননি। যখন সকলে জানলেন, ততদিনে অপহরণ করে টাকা আদায়, গুন্ডাগর্দির পাশাপাশি সেক্সটরশন হয়ে উঠেছে এই ডাকুদের রক্তপাতহীন অপরাধের নতুন প্যাটার্ন। এই ক্রাইমে কুকরি নেই। খুনজখম নেই। নিজেদের ডাকু বলে সদর্পে ঘোষণা করারও প্রয়োজন নেই। ঠান্ডাঘরে বসে মেঘনাদের মতো লড়াই করলেই চলবে।

PS Special Cell, Delhi.

To

Vikram Goswami

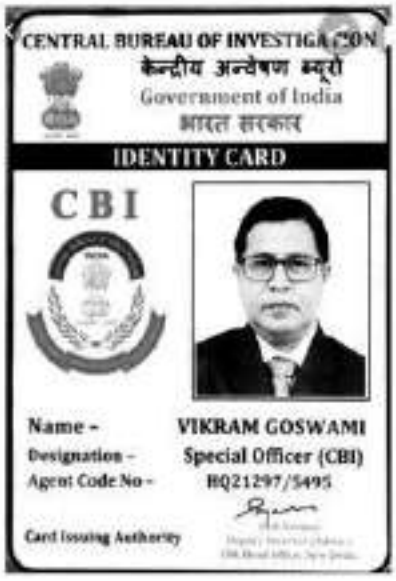

Please refer to your complaint No. [illegible] made on Cyber Crime Reporting Portal. Accused arrested in the above case are associated with the blackmail you mentioned in your complaint. Therefore, you are requested to join the investigation of the above mentioned case and also bring the relevant documents supporting to your complaint [illegible] the office of undersigned on [illegible]

(Vikram Goswami Yadav)
Inspector, CyPAD, Special Cell,
Sector 16C, Dwarka, New Delhi.

মোবাইলে ইচ্ছে করে ওই আওয়াজ অন করে দেওয়া হয়। বেশিরভাগ মানুষ জানেন, পুলিশের কোনো পদস্থ কর্তার গাড়িতে হুটার বা সাইরেন বাজানো হয়। ফলে, সত্যিকারের পুলিশ ভেবে ভয় পেয়ে যান তাঁরা। অনেক সময়ে ওয়্যারলেসের শব্দও শোনানো হয়। এরকম টুকটাক বুদ্ধি প্রয়োগ না করলে চলে? দেখুন, সাইবার ক্রাইমের ব্যাবসাটা লোভ এবং ভয়ের ওপর চলে। এক্ষেত্রে প্রথমে লোভ দেখিয়ে তারপর ভয়ের খেলা শুরু হয়। পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব রেপুটেশন খোয়ানোর ভয় থাকে। সেটাকেই আমরা কাজে লাগাই।'

'আচ্ছা, আপনাদের এখানে এত টাকা যে ইনকাম হয়, সেগুলো কী করেন?' ভরতপুরের বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া গ্রামে অট্টালিকার মতো বাড়ি দেখে আমারও চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল, তাই এই প্রশ্নটা কাউকে করার ইচ্ছে মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলাম।

মন দিয়ে শোনে দানেশ। তারপর বলে, 'খাও-পিয়ো-জিয়ো, এটা আমরা মেনে চলি। যত টাকা ইনকাম হয়, তা দিয়ে প্রথমে বাড়িটা ঠিক করি। তারপর চারচাকা কিনি। একটু বেশি আয় হতে শুরু করলে আরও কয়েকটা গাড়ি কিনে ট্রাভেল এজেন্সিকে দিয়ে দিই। সেখান থেকে একটা বিকল্প আয়ের রাস্তা খুলে যায়। বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবকে ক্যাশ টাকা দিয়ে রাখি। এরপর যা থাকে তা পুরোটাই আইয়াশি করে খরচ হয়। বিলাইতি মদ, ভালো খাবার, জামা-কাপড়-জুতো। ফ্যাশন করে চুলের ছাঁট। এদিক-ওদিক ঘুরতে যাওয়া। আমরা কিন্তু ব্যাঙ্কে খুব বেশি টাকা জমা রাখি না। কোনো ঠিক নেই, পুলিশ যেকোনোদিন, যেকোনো অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিতে পারে। এমন অভিজ্ঞতাও আমাদের হয়েছে।'

অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ক্রিপ্টো কারেন্সি হিসেবে ওয়ালেটে জমা হলে তা ইনভেস্ট করার কাজও চালু হয়। এতে প্রতারণার টাকা পুলিশের বাজেয়াপ্ত করার সম্ভাবনাও কমে যায় অনেকটা।

সর্বশেষ, অর্থাৎ, বর্তমান ফোর্থ জেনারেশন এই পুরো পদ্ধতিটাই পালটে ফেলে। হানিট্র্যাপের মতো অপরাধকে প্রযুক্তির দ্বারা আধুনিক করে তোলে অপরাধীরা। 'ডিপ-ফেক' এবং 'ডিপ-ন্যুড' ব্যবহার করে যেকোনো লোককে সেক্সটরশনের শিকার বানিয়ে তোলে তারা।

কিন্তু, আমাদের দেশে ২০২০ সালের আগে এই অপরাধের নির্দিষ্ট কোনো নাম ছিল না। তখন এটাকে বলা হত, 'হোয়াটসঅ্যাপ কল স্ক্যাম'। যেহেতু বন্ধুত্বের পরে ফোন করা হত সেজন্য এমন নাম ছিল। নানারকম পদ্ধতি পালটে এই স্ক্যাম যখন বিভিন্ন রাজ্যে ঘটতে শুরু করে তখন এর নাম দেওয়া হয় সেক্স অর্থাৎ যৌন, এবং, এক্সটরশন অর্থাৎ ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়, এই দুটো শব্দকে যুক্ত করে। সেক্সটরশনের মতো অপরাধ বিনা রক্তপাতে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে করা যায়। তাই এটাকে সোশ্যাল ডিজিটাল রেপুটেশনও বলা হয়।

অনেকেই জানতে আগ্রহী আমাদের রাজ্যে এর প্রবেশ কবে? পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের অপরাধ প্রথম নথিভুক্ত হয় মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে। ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে। ষোলো বছরের এক কিশোরের ছবি তুলে নিয়ে টাকা আদায়ের জন্য ফোনে চাপ দেওয়া হয় তাকে। প্রথমদিকে কিছু না জানালেও পরে ওই নাবালক সবটা জানাতে বাধ্য হয় অভিভাবকদের। শেষপর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ির লোকেরা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। তাতেও কোনো লাভ হয়নি। পরে কিশোরের মামা দিল্লিতে চাইল্ড রাইটস কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। সেখান থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ আসে

'আরে, এরা যে বাজে লোক তা আপনি বোধ হয় জানেন না? গোটা গ্রামের লোক জানে। পুরো ঘটনা শুনলে আপনিও বুঝতে পারবেন।'

'বলুন না শুনি, না যদি বলেন তাহলে জানব কেমন করে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

কথা বলার লোক পেয়ে আর ঢাকঢাক-গুড়গুড় না করে ঝেড়ে কাশা শুরু করলেন হীরালাল। এতক্ষণ গল্প করার পরে মনে হচ্ছিল তিনি আদতে রাজপুত। এই পুরো এলাকায় মেওয়াতি মুসলিম এবং মেওয়াতি রাজপুতদের মধ্যে একটা স্পষ্ট সংঘাত রয়েছে। কেউ কাউকে একফোঁটা সহ্য করতে পারে না। প্রত্যেকেই এলাকার এই বদনামের জন্য অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপান। মাঝেমধ্যেই দু-পক্ষের তুমুল অশান্তি থামাতে পুলিশকেও আসতে হয়। এমনকী, খুনখারাবির ঘটনাও নতুন নয়। তবে, সব অশান্তির কারণ একটাই। মেওয়াতি মুসলিমরা মনে করেন, এই পুরো এলাকার জমিদারি একমাত্র তাঁদের, অন্যদিকে রাজপুতরা ভাবেন, তাঁরাই মুসলিমদের দয়া করে ওখানে থাকতে দিয়েছিলেন। ব্যস, তারপর থেকে দাদাগিরি শুরু করেছে তারা।

আমার প্রশ্নে বলা শুরু করলেন হীরালাল, 'আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই। একটু এগিয়ে চলুন।' আমিও সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়ে চললাম তাঁর পিছু পিছু। মিনিট দশেক হাঁটার পরে যেখানে গিয়ে হীরালাল থামলেন সেটা একটা বিরাট ধানখেত। দিগন্তবিস্তৃত। তবে, সেসময়ে ওটা ফাঁকা। অর্থাৎ, কোনো কিছু চাষ হচ্ছে না। এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত দেখাই মুশকিল। শুধু